



২০-তে ২০। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ড. কুন্তল রায়, নীলোৎপল দাস, মেরি অ্যান গোসস, সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। আলোখিন চেস ক্লাবে। ছবি: রাজকুমার মণ্ডল

## ২০-তে ২০! সূর্যর দলে কুন্তল, মৃগাল

আজকালের প্রতিবেদন: আলোখিন চেস ক্লাবের কোচিংয়ের মূল দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। তবে চিফ কোচ নয়, আপাতত পদের নাম চিফ অ্যাডভাইসার। আলোখিন চেস ক্লাবের নতুন উদ্যোগ '২০-তে ২০'-র যাবতীয় কোচিং চলবে সূর্যশেখরের নির্দেশিত পথেই। কোচিংয়ে তাঁকে সহযোগিতার জন্য থাকবেন নীলোৎপল দাস, রঞ্জিম ব্যানার্জি, দুর্গাপ্রসাদ মহাপাত্রেরা। বুদ্ধির খেলা দাবায়ও দরকার উচ্চপর্যায়ের শারীরিক সক্ষমতা। এই দিকটা দেখার পুরো দায়িত্বে থাকছেন ড. কুন্তল রায়। যিনি এরই মধ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সায়ন্তন দাস, দীপ্তায়ন ঘোষদের নিয়ে কাজে নেমে পড়েছেন। আর খুদে দাবা খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তা বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন মৃগাল চক্রবর্তী। আলোখিন চেস ক্লাবের নতুন উদ্যোগ, ২০-তে ২০। মানে ২০২০ সালের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে ২০ জন গ্র্যান্ডমাস্টার। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই নতুন

উদ্যোগের কথা জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা আলোখিন চেস ক্লাবের সভাপতি মদন মিত্র, সচিব সৌমেন মজুমদার। দায়িত্ব নিয়ে সূর্যশেখর বলেন, 'আগে অনেকবার বলেছি, আবার বলছি বাংলায় প্রতিভার অভাব নেই। এদের পথ দেখাতে হয়। সেই কাজটা করছে আলোখিন চেস ক্লাব।' শারীরিক সক্ষমতা প্রসঙ্গে সূর্যশেখর বলেন, 'এটা দাবায় কতটা জরুরি তা আমি জানি। কয়েক বছর আগে এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি আমি উৎসর্গ করেছিলাম কুন্তলস্যারকে। কারণ উনি ওই প্রতিযোগিতার আগে আমার ফিটনেস যেভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আমার জন্য যতটা পরিশ্রম করেছিলেন, তা ভুলতে পারব না।' দাবা খেলায়ও কতটা ফিজিক্যাল ফিটনেস প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করেন ড. কুন্তল রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও ছিলেন ম্যারিয়ান গোসস, নীলোৎপল দাস, রঞ্জিম ব্যানার্জি, মেন্টাল টাফনেস ট্রেনার মৃগাল চক্রবর্তী।